দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কথাসার—এই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার মহাপ্রভুর শেষ দ্বাদশ বর্ষের ভাবাস্বাদন-লীলার সূত্র বর্ণন করিয়াছেন ; মধ্যে শ্লোক উদ্ধার করিবার হেতু ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই ভাবগাম্ভীর্য্যের তত্ত্ব সহজে লোকে বুঝিতে পারে না। এই গ্রন্থ-বর্ণিত শ্রীচৈতন্য-লীলা-বর্ণন শুনিতে শুনিতে সহজ ভাব-তত্ত্ব জীবের হৃদয়ে উদিত হইবে। কবিরাজ-গোস্বামী বৃদ্ধাবস্থায় এই গ্রন্থ লিখিতেছিলেন, অতএব অন্ত্যলীলার সূত্র পর্য্যন্ত ভক্তগণের উপকারার্থ এই পরিচ্ছেদে সংগ্রহ করিলেন। কবিরাজ-গোস্বামী বলিয়াছেন,—শ্রীস্বরূপ-গোস্বামীর মতই ভজন-সম্বন্ধে প্রধান মত। রঘুনাথদাস গোস্বামী তাঁহার কৃপায় তৎকৃত কড়চা কণ্ঠস্থ করিয়া স্বরূপের অন্তর্দ্ধানের পর ব্রজে আগমন করেন। তথায় কবিরাজ-গোস্বামী উপস্থিত হইয়া শ্রীরূপ ও শ্রীরঘুনাথের কৃপায় সেই কণ্ঠস্থ কড়চার তাৎপর্য্য জানিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

প্রভুর কৃষ্ণবিচ্ছেদ-প্রলাপাদি বর্ণন ঃ—

বিচ্ছেদেঽস্মিন্ প্রভোরন্ত্যলীলা-সূত্রানুবর্ণনে।
গৌরস্য কৃষ্ণবিচ্ছেদপ্রলাপাদ্যনুবর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

শেষ দ্বাদশবৎসর প্রভুর কৃষ্ণবিরহ ঃ—

শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর।
কৃষ্ণের বিয়োগ-স্ফূর্ত্তি হয় নিরন্তর ॥ ৩ ॥

উদ্ধব-দর্শনে শ্রীরাধিকাভাবময় প্রভু ঃ—

শ্রীরাধিকার চেষ্টা যেন উদ্ধব-দর্শনে।
এইমত দশা প্রভুর হয় রাত্রি-দিনে ॥ ৪ ॥

নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ-উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা সদা, প্রলাপময় বাদ ॥ ৫ ॥

প্রভুর বিপ্রলম্ভ-মহাভাব ঃ—

লোমকূপে রক্তোদ্গম, দন্ত সব হালে।
ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয়, ক্ষণে অঙ্গ ফুলে ॥ ৬ ॥

গম্ভীরা-ভিতরে রাত্রে নাহি নিদ্রা-লব।
ভিত্তে মুখ-শির ঘষে, ক্ষত হয় সব ॥ ৭ ॥

তিন দ্বারে কপাট, প্রভু যায়েন বাহিরে।
কভু সিংহদ্বারে পড়ে, কভু সিন্ধুনীরে ॥

প্রভুর চিন্ময় ব্রজলীলার উদ্দীপন ঃ—

চটক-পর্ব্বত দেখি' 'গোবর্দ্ধন'-ভ্রমে।
ধাঞা চলে আর্ত্তনাদ করিয়া ক্রন্দনে ॥ ৯ ॥

উপবনোদ্যান দেখি' বৃন্দাবন-জ্ঞান।
তাঁহা যাই' নাচে, গায়, ক্ষণে মূর্চ্ছা যা'ন ॥ ১০ ॥

কৃষ্ণবিরহ-জনিত অপূর্ব্ব মহাভাব-বিকার ঃ—

কাঁহা নাহি শুনি যেই ভাবের বিকার।
সেই ভাব হয় প্রভুর শরীরে প্রচার ॥ ১১ ॥

হস্তপাদের সন্ধি সব বিতস্তি-প্রমাণে।
সন্ধি ছাড়ি' ভিন্ন হয়ে, চর্ম্ম রহে স্থানে ॥ ১২ ॥

হস্ত, পাদ, শির সব শরীর-ভিতরে।
প্রবিষ্ট হয়—কূর্ম্মরূপ দেখিয়ে প্রভুরে ॥ ১৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। প্রভুর অন্ত্যলীলার সূত্র-অনুবর্ণনে এই পরিচ্ছেদে কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ-প্রলাপাদি বর্ণন করিতেছি।

৩। বিয়োগ—বিচ্ছেদ।

৫। বাদ—বাক্য।

৬। হালে—নড়ে।

৭। গম্ভীরা—আলিন্দার পর দালান, তা'র ভিতরের ক্ষুদ্র গৃহকে 'গম্ভীরা' বলে।

৯। চটকপর্ব্বত—সমুদ্রতীরে যে-সকল বালুর পাহাড় আছে, তাহাকে 'চটকপর্ব্বত' বলে। গুণ্ডিচা-মন্দির ও সমুদ্রের মধ্যে একটী বড় চটকপর্ব্বত আছে, সেই স্থানে অনেকসময় 'গোবর্দ্ধন'-ভ্রমে মহাপ্রভু চলিয়া যাইতেন।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। অস্মিন্ বিচ্ছেদে (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলায়াং দ্বিতীয়পরিচ্ছেদে) প্রভোঃ (শ্রীচৈতন্যদেবস্য) অন্ত্যলীলাসূত্রানু-বর্ণনে (সন্ন্যাসচরিত্রসূত্র-প্রতিসংক্রমণে বিষয়ে) গৌরস্য (গোপী-ভাবাশ্রিতস্য ভগবতো মহাপ্রভোঃ) কৃষ্ণবিচ্ছেদপ্রলাপাদিঃ (নিজ-কান্তবিরহজন্যোন্মত্তবাক্যাদিঃ) অনুবর্ণ্যতে (ময়া লিখ্যতে)।

৫। ভ্রমময় চেষ্টা—উদ্‌ঘূর্ণা। প্রলাপময় বাদ—চিত্রজল্পাদি দশপ্রকার প্রলাপময় বাক্য।

৯। ভ্রমে—ভ্রম করেন।

১১। প্রচার—প্রকাশিত।

১২। সন্ধিস্থলসমূহে অন্তঃস্থ সংলগ্ন অস্থি বিভিন্ন হইয়া কেবলমাত্র চর্ম্মের অস্তিত্ব লক্ষিত হয়। সন্ধিস্থল তখন বিতস্তি-প্রমাণ দীর্ঘতা লাভ করে।

এই মত অদ্ভুত-ভাব শরীরে প্রকাশ ।
মনেতে শূন্যতা, বাক্যে হাহা-হুতাশ ॥ ১৪ ॥

কৃষ্ণবিরহে প্রভুর করুণ বিলাপ ঃ—

"কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন ।
কাঁহা করোঁ, কাঁহা পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ১৫ ॥
কাহারে কহিব, কেবা জানে মোর দুঃখ ।
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা ফাটে মোর বুক ॥" ১৬ ॥
এইমত বিলাপ করে বিহ্বল অন্তর ।
রায়ের নাটক-শ্লোক পড়ে নিরন্তর ॥ ১৭ ॥

জগন্নাথবল্লভনাটক (৩।৯)—

প্রেমচ্ছেদরুজোঽবগচ্ছতি হরির্নায়ং ন চ প্রেম বা
স্থানাস্থানমবৈতি নাপি মদনো জানাতি নো দুর্ব্বলাঃ ।
অন্যো বেদ ন চান্যদুঃখমখিলং নো জীবনং বাশ্রবং
দ্বিত্রীণ্যেব দিনানি যৌবনমিদং হাহা বিধেঃ কা গতিঃ ॥১৮॥

অত্যন্ত বিরহহেতু কৃষ্ণের প্রতি দোষোদ্গার ঃ—

"উপজিল প্রেমাঙ্কুর, ভাঙ্গিল যে দুঃখ-পূর,
কৃষ্ণ তাহা নাহি করে পান ।
বাহিরে নাগররাজ, ভিতরে শঠের কায,
পরনারী বধে সাবধান ॥ ১৯ ॥

নিজাদৃষ্ট-ধিক্কার ঃ—

সখি হে, না বুঝিয়ে বিধির বিধান ।
সুখ লাগি' কৈলুঁ প্রীতি, হৈল বিপরীত গতি,
এবে যায়, না রহে পরাণ ॥ ২০ ॥ ধ্রু ॥

প্রেমের প্রতি দোষারোপ ঃ—

কুটিল প্রেমা অগেয়ান, নাহি জানে স্থানাস্থান,
ভাল-মন্দ নারে বিচারিতে ।
ক্রূর শঠের গুণডোরে, হাতে-গলে বান্ধি' মোরে,
রাখিয়াছে, নারি' উকাশিতে ॥ ২১ ॥

কৃষ্ণকামনার প্রতি দোষোদ্গার ঃ—

যে মদন তনুহীন, পরদ্রোহে পরবীণ,
পাঁচ বাণ সন্ধে অনুক্ষণ ।
অবলার শরীরে, বিন্ধি' কৈল জরজরে,
দুঃখ দেয়, না লয়ে জীবন ॥ ২২ ॥

পরমপ্রেষ্ঠ-সখীগণের প্রতিও দোষারোপ ঃ—

অন্যের যে দুঃখ মনে, অন্যে তাহা নাহি জানে,
সত্য এই শাস্ত্রের বিচার ।
অন্য জন কাঁহা লিখি, না জানয়ে প্রাণসখী,
যাতে কহে ধৈর্য্য ধরিবার ॥ ২৩ ॥

আয়ুর অল্পতাহেতু বিলম্ব বা প্রতীক্ষায় হতাশভাব ঃ—

'কৃষ্ণ—কৃপা-পারাবার, কভু করিবেন অঙ্গীকার',
সখি, তোর এ ব্যর্থ বচন ।
জীবের জীবন চঞ্চল, যেন পদ্মপত্রের জল,
তত দিন জীবে কোন্ জন ॥ ২৪ ॥
শত বৎসর পর্য্যন্ত, জীবের জীবন অন্ত,
এই বাক্য কহ না বিচারি' ।
নারীর যৌবন-ধন, যারে কৃষ্ণ করে মন,
সে যৌবন—দিন দুই চারি ॥ ২৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৮। আমাদের কৃষ্ণ প্রেমদত্ত-আঘাতজনিত রোগ অনুভব করিতেছেন না। প্রেমের কথাই বা কি বলিব, তাহা স্থানাস্থান না জানিয়া আঘাত করে! মদনের ত' কথাই নাই, কেননা আমরা যে অতিশয় দুর্ব্বলা, তাহা সে বুঝিল না! কাহাকেই বা কি বলিব, কেহই অন্যের অখিল দুঃখ বুঝে না! আমাদের জীবন আমাদের বশে নয় ; যৌবনও দুই তিন দিনের ন্যায় অল্পক্ষণ-স্থায়ি! হায়! এরূপ অবস্থায় হে বিধাতঃ, আমাদের কি গতি হইবে? পাঠান্তরে—'বিধে'!

অনুভাষ্য

১৮। অয়ং হরিঃ (কৃষ্ণঃ) অস্মান্ প্রেমচ্ছেদরুজঃ (প্রেম-চ্ছেদেন তস্য প্রেমভঙ্গেন যা রুজঃ তাঃ বিচ্ছেদরোগার্ত্তাঃ গোপী) ন অবগচ্ছতি (জানাতি) ; প্রেম বা স্থানাস্থানং (সদসৎ-পাত্রা-পাত্রং) ন অবৈতি (জানাতি) ; মদনঃ অপি নঃ (অস্মান্) দুর্ব্বলাঃ (পরবশ্যাঃ অবলাঃ) ন জানাতি। অন্যঃ জনঃ অন্যদুঃখং (অপরজনক্লেশং) ন বেদ (জানাতি)। নঃ (অস্মাকং) জীবনম্ আশ্রবং (ক্লেশমাত্রং পরবশ্যং বা)। ইদং যৌবনং দ্বিত্রীণ্যেব দিনানি! হা হা বিধেঃ (বিধাতুঃ) কা গতিঃ (কীদৃশী মতিঃ অস্মাভির্দুর্ব্বোধ্যেতি ভাবঃ)।

২১। অগেয়ান—অজ্ঞান, অবুঝ। উকাশিতে—মোচন করিতে।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৯-২৬। শ্রীমতী কহিতেছেন,—আহা, দুঃখের কথা কি বলিব! কৃষ্ণসম্মিলনে আমার প্রেমাঙ্কুর উৎপন্ন হইয়াছিল ; আবার কৃষ্ণবিচ্ছেদে সেই প্রেমাঙ্কুরে আঘাত লাগিয়া এখন দুঃখের প্রবাহ বহিতেছে। এ রোগের কৃষ্ণই একমাত্র চিকিৎসক, কিন্তু কৃষ্ণ সেই প্রেমাঙ্কুর রক্ষা করিবার কোন যত্ন করিতেছেন না! কৃষ্ণের ব্যবহার কি বলিব!—তিনি বাহ্যে নাগররাজ, অন্তরে শাঠ্য-পরিপূর্ণ,—পরনারী-বধ-বিষয়েই তাঁহার চেষ্টা। কৃষ্ণের সহিত

বহ্নি ও পতঙ্গের সহিত কৃষ্ণ ও নিজের তুলনা ঃ—

অগ্নি যৈছে নিজ-ধাম, দেখাইয়া অভিরাম,
পতঙ্গীরে আকর্ষিয়া মারে।
কৃষ্ণ ঐছে নিজ-গুণ, দেখাইয়া হরে মন,
পাছে দুঃখ-সমুদ্রেতে ডারে ॥" ২৬ ॥

এতেক বিলাপ করি', বিষাদে শ্রীগৌরহরি,
উঘাড়িয়া দুঃখের কপাট।
ভাবের তরঙ্গ-বলে, নানারূপ মন চলে,
আর এক শ্লোক কৈল পাঠ ॥ ২৭ ॥

গভীর কৃষ্ণপ্রীতি-সূচক নির্ব্বেদময় গান ঃ—

গোস্বামি-পাদোক্ত-শ্লোক—

শ্রীকৃষ্ণরূপাদিনিষেবণং বিনা
ব্যর্থানি মেঽহান্যখিলেন্দ্রিয়াণ্যলম্।
পাষাণশুষ্কেন্ধনভারকাণ্যহো
বিভর্ম্মি বা তানি কথং হতত্রপঃ ॥ ২৮ ॥

(১) ভোগরত চক্ষুর ব্যর্থতা ঃ—

"বংশীগানামৃত-ধাম, লাবণ্যামৃত-জন্মস্থান,
যে না দেখে সে চাঁদবদন।
সে নয়নে কিবা কায, পড়ুক্ তার মুণ্ডে বাজ,
সে নয়ন রহে কি কারণ ॥ ২৯ ॥

সখি হে, শুন, মোর হত বিধিবল।
মোর বপু-চিত্ত-মন, সকল ইন্দ্রিয়গণ,
কৃষ্ণ বিনা সকল বিফল ॥ ৩০ ॥ ধ্রু ॥

(২) ভোগরত কর্ণের ব্যর্থতা ঃ—

কৃষ্ণের মধুর বাণী, অমৃতের তরঙ্গিণী,
তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে।
কাণাকড়ি-ছিদ্র সম, জানিহ সে শ্রবণ,
তার জন্ম হৈল অকারণে ॥ ৩১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

প্রীতি করার এইরূপ ফল! সখি হে, এই বিধির বিধান বুঝিতে না পারিয়া সুখের জন্য প্রীতি করিয়াছিলাম, কিন্তু এ দুঃখিনীর পক্ষে তদ্বিপরীত মহাদুঃখ উপস্থিত হইয়াছে! এমন কি, এখন তখন প্রাণ যায়, এরূপ অবস্থা! আমাদের কৃষ্ণ ত' এইরূপ, আবার 'প্রেম' বলিয়া যে একটী তত্ত্ব আছেন, তাঁহার কথাই বা কি বলিব! প্রেম স্বভাবতঃ কুটিল ও অগেয়ান (অজ্ঞান, অন্ধ)—স্থানাস্থান না বুঝিয়া এবং মন্দ ফলাফল বিচার না করিয়া সেই কৃষ্ণরূপ ক্রূর শঠের গুণরজ্জুতে আমাকে হাতে-গলে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, ছাড়াইতে পারিতেছি না! কৃষ্ণ ও প্রেম, ইঁহাদের এইরূপ কার্য্য! এই প্রীতিকার্য্যে 'মদন' বলিয়া আর একটী তত্ত্ব আছেন। তাঁহার গুণ এই,—তিনি স্বয়ং তনুহীন, অথচ পরদ্রোহে বড়ই প্রবীণ,—পঞ্চবাণ সন্ধান করিয়া অবলা-জনের শরীর বিঁধিয়া জর-জর করেন! একেবারে যদি জীবন লইতেন ত' ভালই হইত, তাহা না করিয়া কেবল দুঃখই দিয়া থাকেন। শাস্ত্রে বলেন যে, একের দুঃখ অন্যে জানিতে পারে না। এ সম্বন্ধে অপরের কথা কি বলিব, আমার ললিতাদি প্রাণসখীসকলও আমার দুঃখ বুঝিতে না পারিয়া, 'হে সখি, ধৈর্য্য ধর', এই কথা বারম্বার বলিতে থাকেন। হে সখি, তুমি যে বলিতেছে,—'কৃষ্ণ—কৃপাসমুদ্র, কখনও না কখনও তোমাকে অঙ্গীকার করিবেন',—তোমার এ কথা কিন্তু কাযে লাগিবে না ; কেননা, পদ্মপত্রের জলের ন্যায় জীবের জীবন চঞ্চল,—কৃষ্ণকৃপা যতদিনে হইবে, ততদিন কে বাঁচিয়া থাকিবে? মানব শতবর্ষের অধিক বাঁচে না। আবার বিচার করিয়া দেখ, কৃষ্ণচিত্তহারি-রমণীর যৌবনধন অতি স্বল্পদিন স্থায়ী। যদি বল, কৃষ্ণ—গুণসমুদ্র, অবশ্যই কৃপা করিবেন, তবে বলি, অগ্নি যেমন নিজের আলোক দেখাইয়া পতঙ্গীসকলকে আকর্ষণ করিয়া মারিয়া ফেলে, কৃষ্ণগুণও তদ্রূপ। গুণের চাকচিক্য দেখাইয়া নারীগণের মন আকর্ষণ করত আবার বিচ্ছেদরূপ দুঃখ-সমুদ্রে ডুবাইয়া দেয়।

২৮। হে সখি, শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলা সেবন না করিয়া আমার (দিনগুলি ও) অখিল ইন্দ্রিয়সকল ব্যর্থ হইতেছে, এখন সেইসকল পাষাণ ও শুষ্ককাষ্ঠভারসদৃশ ইন্দ্রিয়গুলিকে আমি নির্লজ্জ হইয়া কিরূপে ধারণ করিতে সক্ষম হইব?

২৯। বংশীগানের অমৃতধামস্বরূপ, লাবণ্যরূপ অমৃতের জন্মস্থানস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের চন্দ্রবদন।

অনুভাষ্য

২২। তনুহীন—অনঙ্গ।

২৭। উঘাড়িয়া—উদ্ঘাটন করিয়া।

২৮। শ্রীকৃষ্ণরূপাদিনিষেবণং (শ্রীকৃষ্ণরূপগুণলীলানাং নিষেবণং শুশ্রূষাদিকং) বিনা মে (মম) অহানি (দিনানি জীবিতকালানি) অখিলেন্দ্রিয়াণি (সর্ব্বহৃষীকাণি ভোগ্যাঙ্গবিগ্রহাণি চ) অলং ব্যর্থানি (বিফলপ্রদানি ভবন্তি)। অহো, পাষাণশুষ্কেন্ধন-ভারকাণি (পাষাণ-শুষ্ককাষ্ঠতুল্যো ভারো যেষাং তানি ইন্দ্রিয়াণি) কথং বা বিভর্ম্মি (ধারয়ামি)? অহং হতত্রপঃ (নির্লজ্জঃ), [অতঃ কৃষ্ণভোগরহিতে জীবিতবিগ্রহে মম স্পৃহা বর্ত্ততে]।

২৯। শ্রীকৃষ্ণের চন্দ্রবদন বংশীগানরূপ সুধার আশ্রয় এবং লাবণ্যসুধার আকর। যে গোপীচক্ষু এতাদৃশ পরমরমণীয় কৃষ্ণ-

(৩) ভোগরত জিহ্বার ব্যর্থতা ঃ—

কৃষ্ণের অধরামৃত, কৃষ্ণ-গুণ-চরিত,
সুধাসার-স্বাদু-বিনিন্দন।
তার স্বাদ যে না জানে, জন্মিয়া না মৈল কেনে,
সে রসনা ভেক-জিহ্বা সম ॥ ৩২ ॥

(৪) ভোগরত নাসিকার ব্যর্থতা ঃ—

মৃগমদ-নীলোৎপল, মিলনে যে পরিমল,
যেই হরে তার গর্ব্ব-মান।
হেন কৃষ্ণ-অঙ্গ-গন্ধ, যার নাহি সে সম্বন্ধ,
সেই নাসা ভস্ত্রার সমান ॥ ৩৩ ॥

(৫) ভোগরত চর্ম্মের ব্যর্থতা ঃ—

কৃষ্ণ-কর-পদতল, কোটিচন্দ্র-সুশীতল,
তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি।
তার স্পর্শ নাহি যার, সে যাউক ছারখার,
সেই বপু লোহা সম জানি ॥" ৩৪ ॥

অনুভাষ্য

রূপদর্শনে বঞ্চিত, সেই নয়নের আশ্রয় গোপিকার মস্তকে বজ্রাঘাত হওয়াই শ্রেয়ঃ। বস্তুতঃ, গোপী কৃষ্ণেতর বস্তু দেখিয়া বিরাগ প্রদর্শন করেন বা উদাসীন হন, প্রীত হন না। তাঁহার নয়নাভিরাম সেব্য কৃষ্ণমুখচন্দ্রই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের আরাধ্য বস্তু, তাহার অভাবে নেত্রের ধারক বা আধাররূপ শিরে বজ্রাঘাতই বাঞ্ছনীয়। আর কৃষ্ণদর্শনরহিত হইয়া বস্ত্বন্তর দেখিবার জন্য চক্ষু থাকিবার কোন কারণ তাঁহার নিকট উপলব্ধি হয় না।

২৯-৩৪। (ভাঃ ২।৩।১৭-২৪)—"আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ। তস্যর্ত্তে যৎক্ষণো নীত উত্তমঃশ্লোকবার্ত্তয়া।। তরবঃ কিং ন জীবন্তি ভস্ত্রাঃ কিং ন শ্বসন্ত্যত। ন খাদন্তি ন মেহন্তি কিং গ্রামে পশবোহপরে।। শ্ববিড়্বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ। ন যৎকর্ণপথোপেতো জাতু নাম গদাগ্রজঃ।। বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য। জিহ্বাসতী দার্দুরিকেব সূত ন চোপগায়ত্যুরুগায়গাথাঃ।। ভারঃ পরং পট্টকিরীটজুষ্টমপ্যুত্তমাঙ্গং ন নমেন্মুকুন্দম্। শাবৌ করৌ নো কুরুতঃ সপর্য্যাং হরের্লসৎকাঞ্চনকঙ্কণৌ বা।। বর্হায়িতে তে নয়নে নরাণাং লিঙ্গানি বিষ্ণোর্ন নিরীক্ষতো যে। পাদৌ নৃণাং তৌ দ্রুমজন্মভাজৌ ক্ষেত্রাণি নানুব্রজতো হরের্যৌ। জীবঞ্ছবো ভাগবতাঙ্ঘ্রিরেণূন্ ন জাতু মর্ত্ত্যোহভিলভেত যস্তু। শ্রীবিষ্ণুপদ্যা মনুজস্তুলস্যাঃ শ্বসঞ্ছবো যস্তু ন বেদ গন্ধম্।। তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ। ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ।।"

৩৫। দৈন্য—ভঃ রঃ সিঃ, দঃ বিঃ ৪র্থ লঃ—"দুঃখত্রাসা-

করি' এত বিলাপন, প্রভু শ্রীশচীনন্দন,
উঘাড়িয়া হৃদয়ের শোক।
দৈন্য-নির্ব্বেদ-বিষাদে, হৃদয়ের অবসাদে,
পুনরপি পড়ে এক শ্লোক ॥ ৩৫ ॥

শ্রীজগন্নাথবল্লভ-নাটক (৩।১১)—

যদা যাতো দৈবান্মধুরিপুরসৌ লোচনপথং
তদাস্মাকং চেতো মদনহতকেনাহৃতমভূৎ।
পুনর্যস্মিন্নেষ ক্ষণমপি দৃশোরেতি পদবীং
বিধাস্যামস্তস্মিন্নখিলঘটিকা রত্নখচিতাঃ ॥ ৩৬ ॥

শ্লোকার্থ ঃ—

বিরহহেতু কৃষ্ণের দর্শন বা মিলন-ক্ষণকে বহুমানন ঃ—

"যে-কালে বা স্বপনে, দেখিনু বংশীবদনে,
সেইকালে আইলা দুই বৈরি।
'আনন্দ' আর 'মদন', হরি' নিল মোর মন,
দেখিতে না পাইলুঁ নেত্র ভরি' ॥ ৩৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৬। দৈবাৎ শ্রীকৃষ্ণ-রূপ আমার নয়নগোচর হইলে আমার চিত্ত দর্শনসৌভাগ্যমদ-কর্ত্তৃক হত হওয়ায়, 'আনন্দ'-নামক কোন তত্ত্ব তাহা অপহরণ করিয়াছিল, আমাকে প্রাণ ভরিয়া সেই রূপ-সৌন্দর্য্য দেখিতে দেয় নাই। আবার, যখন পুনরায় সেই কৃষ্ণস্বরূপ দেখিতে পাইব, তখন সেই সময়কে বহুরত্ন দিয়া অলঙ্কৃত করিব।

অনুভাষ্য

পরাধাদ্যৈরনৌর্জিত্যন্তু 'দীনতা'। চাটুকৃন্মান্দ্যমালিন্যচিন্তাঙ্গজড়িমাদিকৃৎ।।" দুঃখ, ত্রাস ও অপরাধাদি-দ্বারা আপনাকে অতি নিকৃষ্ট মনে হইলে 'দীনতা' হয়। দৈন্য হইলে দৈন্যময়ী যাচ্ঞা, হৃদয়ের অপটুতা, অস্বচ্ছন্দতা, নানা ভাবনা ও অঙ্গের জড়তা হয়।

নির্ব্বেদ—ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৪র্থ লঃ—"মহার্ত্তিবিপ্রয়োগের্ষাসদ্বিবেকাদিকল্পিতম্। স্বাবমাননমেবাত্র 'নির্ব্বেদ' ইতি কথ্যতে। অত্র চিন্তাশ্রুবৈবর্ণ্য-দৈন্যনিশ্বসিতাদয়ঃ।।" অত্যন্ত দুঃখ, বিচ্ছেদ, ঈর্ষা, অকর্ত্তব্য-অনুষ্ঠানের জন্য ও কর্ত্তব্যের অনাচরণহেতু শোকযুক্ত নিজাপমানকেই 'নির্ব্বেদ' বলে। নির্ব্বেদ হইলে চিন্তা, অশ্রু, বৈবর্ণ্য, দৈন্য ও নিশ্বাসাদি হইয়া থাকে।

বিষাদ—ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৪র্থ লঃ—"ইষ্টানবাপ্তিপ্রারব্ধকার্য্যাসিদ্ধিবিপত্তিতঃ। অপরাধাদিতোহপি স্যাদনুতাপো বিষণ্ণতা।। অত্রোপায়সহায়ানুসন্ধিশ্চিন্তা চ রোদনম্। বিলাপশ্বাসবৈবর্ণ্যমুখশোষাদয়োহপি চ।।" ইষ্টবস্তুর অপ্রাপ্তি, সঙ্কল্পিত প্রারব্ধকার্য্যে অসিদ্ধি, বিপত্তি এবং অপরাধাদি হইতে যে অনুতাপ

পুনঃ যদি কোন ক্ষণ, করায় কৃষ্ণ দরশন,
তবে সেই ঘটী-ক্ষণ-পল ।
দিয়া মাল্যচন্দন, নানা রত্ন-আভরণ,
অলঙ্কৃত করিমু সকল ॥" ৩৮ ॥

প্রভুর 'চিত্রজল্প'-মহাভাব ; বাহ্যদশায় প্রভুর স্বরূপ-রামানন্দের নিকট বিলাপ ঃ—

ক্ষণে বাহ্য হৈল মন, আগে দেখে দুই জন,
তাঁরে পুছে,—"আমি না চৈতন্য ?
স্বপ্নপ্রায় কি দেখিনু, কিবা আমি প্রলাপিনু,
তোমরা কিছু শুনিয়াছ দৈন্য ?? ৩৯ ॥

কৃষ্ণবিরহে আপনাকে দীনাভিমান ঃ—

শুন, মোর প্রাণের বান্ধব ।
নাহি কৃষ্ণ-প্রেমধন, দরিদ্র মোর জীবন,
দেহেন্দ্রিয় বৃথা মোর সব ॥" ৪০ ॥ ধ্রু ॥
পুনঃ কহে,—"হায় হায়, শুন, স্বরূপ-রামরায়,
এই মোর হৃদয়-নিশ্চয় ।
শুনি' করহ বিচার, হয়, নয়—কহ সার",
এত বলি' শ্লোক উচ্চারয় ॥ ৪১ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩১।১) তোষণীধৃত-শ্লোক—

কইঅবরহিঅং পেম্মং ণ হি হোই মাণুসে লোএ ।
জই হোই কস্‌স বিরহো বিরহে হোন্তম্মি কো জীঅই ॥ ৪২ ॥

শ্লোকার্থ ঃ—

"অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন জাম্বুনদ-হেম,
সেই প্রেমা নৃলোকে না হয় ।
যদি হয় তার যোগ, না হয় তবে বিয়োগ,
বিরহ হৈলে কেহ না জীয়য় ॥" ৪৩ ॥
এত কহি' শচীসুত, শ্লোক পড়ে অদ্ভুত,
শুনে দুঁহে এক মন হঞা ।
"আপন-হৃদয়-কাজ, কহিতে বাসিয়ে লাজ,
তবু কহি লাজবীজ খাঞা ॥" ৪৪ ॥

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুপাদোক্ত-শ্লোক—

ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ
ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্ ।
বংশীবিলাস্যাননলোকনং বিনা
বিভর্ম্মি যৎ প্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা ॥ ৪৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৯। আগে দেখে দুই জন—স্বরূপদামোদর ও রায়রামানন্দ। তাঁহাদিগকে দেখিয়া একটু বাহ্য চেষ্টা (দশা) হইলে, (প্রভু) রাধাভিমান ছাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমি না সেই চৈতন্য ?

৪২। এই প্রাকৃতের সংস্কৃতে পরিণতি—"কৈতব-রহিতং প্রেম ন হি ভবতি মানুষে লোকে। যদি ভবতি কস্য বিরহো বিরহে সত্যপি কো জীবতি।।" অর্থাৎ প্রেম কৈতবরহিত এবং মনুষ্যলোকে কখনই উদিত হয় না। যদি উদিত হয়, তবে বিরহ হয় না। যদি বিরহ হয়, তবে জীবন থাকে না।

অনুভাষ্য

হয়, উহাই 'বিষাদ'। বিষাদ হইলে উপায় ও সহায়ের অনুসন্ধান, চিন্তা, রোদন, বিলাপ, শ্বাস, বৈবর্ণ্য ও মুখশোষাদি হয়।

দৈন্য, নির্ব্বেদ ও বিষাদাদি তেত্রিশটী ব্যভিচারী ভাব স্থায়ি-ভাবে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়া বিচরণ করে। বাক্য, ভ্রূনেত্রাদি অঙ্গ, সাত্ত্বিকানুভাব সূচীদ্বারা ব্যভিচারি-ভাব জানিতে হয়। ভাবের গতিকে সঞ্চার করে বলিয়া ব্যভিচারি-ভাবকে 'সঞ্চারী' বলিয়া কথিত হয়।

৩৬। যদা (যস্মিন্ কালে স্বপ্নে বা) অসৌ মধুরিপুঃ (মধু-সূদনঃ) দৈবাৎ (মম ভাগ্যেন) লোচনপথং (দৃগ্‌গোচরং) যাতঃ (প্রাপ্তঃ), তদা মদনহতকেন (মদয়তি হর্ষয়তি ইতি মদনঃ এব হতকঃ শত্রুর্যস্য তেন বৈরিণা মদনেন) অস্মাকং চেতঃ (মনঃ)

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৫। হে সখি, কৃষ্ণে আমার সামান্য প্রেমগন্ধও নাই। তবে যে আমি ক্রন্দন করি, তাহা কেবল নিজের সৌভাগ্যাতিশয্য প্রকাশ করিবার জন্য। বংশীবদন কৃষ্ণের দর্শন বিনা আমি যে প্রাণপতঙ্গ ধারণ করি, তাহা বৃথা।

অনুভাষ্য

আহৃতং (চোরিতম্) অভূৎ। পুনঃ যস্মিন্ (ক্ষণে) এষঃ (কৃষ্ণঃ) দৃশোঃ (নেত্রয়োঃ) পদবীং (মার্গং) এতি (যাতি প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ) [তস্মিন্ কালে] অখিলঘটিকাঃ (মুহূর্ত্তঘটীপলবিপলাদিকাঃ) রত্নখচিতাঃ বিধাস্যামঃ (মাল্য-চন্দনমণিমুক্তাদিনা সমলঙ্কুর্ম্মঃ)।

৪২। কইঅবরহিঅং (কৈতবরহিতং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাদি-ছলধর্ম্মশূন্যং) পেম্মং (প্রেম) মাণুসে লোএ (মানুষে লোকে) ণ হি হোই (ভবতি)। জই (যদি) কস্‌স (কস্য) বিরহঃ (প্রেম্ণঃ বিচ্ছেদঃ ভবতি), (তদা) বিরহে (বিচ্ছেদে) হোন্তম্মি (ভবত্যপি) কো জীঅই (জীবতি?—ন কোঽপীত্যর্থঃ)।

৪৪। লাজবীজ খাঞা—লজ্জার মাথা খাইয়া ।

৪৫। মে (মম) হরৌ (ভগবতি কৃষ্ণে) দরাপি (ঈষদপি) প্রেমগন্ধঃ (প্রেমাভাস) ন অস্তি, [তথাপি] সৌভাগ্যভরং (মম প্রেমাস্তি ইতি সৌভাগ্যাতিশয়ং) প্রকাশিতুং ক্রন্দামি (আনন্দ-নীরং ক্ষিপামি)। বংশীবিলাস্যাননলোকনং (মুরলীনিনাদ-পর-

শ্লোকার্থ ঃ—

"দূরে শুদ্ধপ্রেমবন্ধ, কপট প্রেমের গন্ধ,
সেহ মোর কৃষ্ণে নাহি পায় ।
তবে যে করি ক্রন্দন, স্বসৌভাগ্য প্রখ্যাপন,
করি, ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥ ৪৬ ॥
যাতে বংশীধ্বনি-সুখ, না দেখি' সে চাঁদমুখ,
যদ্যপি নাহিক 'আলম্বন' ।
নিজ-দেহে করি প্রীতি, কেবল কামের রীতি,
প্রাণ-কীটের করিয়ে ধারণ ॥ ৪৭ ॥

কৃষ্ণপ্রেমের লক্ষণ ঃ—

কৃষ্ণপ্রেমা সুনির্ম্মল, যেন শুদ্ধগঙ্গাজল,
সেই প্রেমা—অমৃতের সিন্ধু ।
নির্ম্মল সে-অনুরাগে, না লুকায় অন্য দাগে,
শুক্লবস্ত্রে যৈছে মসীবিন্দু ॥ ৪৮ ॥
শুদ্ধপ্রেম-সুখসিন্ধু, পাই তার এক বিন্দু,
সেই বিন্দু জগৎ ডুবায় ।
কহিবার যোগ্য নয়, তথাপি বাউলে কয়,
কহিলে বা কেবা পাতিয়ায় ॥" ৪৯ ॥

কৃষ্ণপ্রেমের পরস্পর বিরুদ্ধলক্ষণ ঃ—

এই মত দিনে দিনে, স্বরূপ-রামানন্দ-সনে,
নিজ-ভাব করেন বিদিত ।
বাহিরে বিষজ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়,
কৃষ্ণপ্রেমের অদ্ভুত চরিত ॥ ৫০ ॥
এই প্রেমা-আস্বাদন, তপ্ত-ইক্ষু-চর্ব্বণ,
মুখ জ্বলে, না যায় ত্যজন ।
সেই প্রেমা যাঁর মনে, তার বিক্রম সেই জানে,
বিষামৃতে একত্র মিলন ॥ ৫১ ॥

বিদগ্ধমাধব (২।১৮)—

পীড়াভির্নবকালকূট-কটুতাগর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো
নিস্যন্দেন মুদাং সুধা-মধুরিমাহঙ্কারসঙ্কোচনঃ ।
প্রেমা সুন্দরি নন্দনন্দনপরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ ॥ ৫২ ॥

কৃষ্ণদর্শনে প্রভুর মহাভাব-চেষ্টা ঃ—

যে কালে দেখি জগন্নাথ, শ্রীরাম-সুভদ্রা-সাথ,
তবে জানি—আইলাম কুরুক্ষেত্র ।
সফল হৈল জীবন, দেখিলুঁ পদ্মলোচন,
জুড়াইল তনু-মন-নেত্র ॥ ৫৩ ॥
গরুড়ের সন্নিধানে, রহি' করে দরশনে,
সে আনন্দের কি কহিব ব'লে ।
গরুড়-স্তম্ভের তলে, আছে এক নিম্ন খালে,
সে খাল ভরিল অশ্রুজলে ॥ ৫৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৯। পাতিয়ায়—প্রত্যয় করে।

অনুভাষ্য

কৃষ্ণমুখশোভানিরীক্ষণং) বিনা যৎ প্রাণপতঙ্গকান্ (যানি ক্ষুদ্র-পতঙ্গতুল্যপ্রাণান্) বিভর্ম্মি (ধারয়ামি), [তানি] বৃথা এব।

৪৭। সেব্য—বিষয় ও সেবক—আশ্রয়, এই উভয়তত্ত্বের সম্মেলনকে 'আলম্বন' বলে। আশ্রয়ের—শ্রবণ, বিষয়ের—বংশীধ্বনি ; বিষয়ের চন্দ্রমুখ-দর্শনে আগ্রহাভাব—আশ্রয়ের আলম্বনরাহিত্যের জ্ঞাপক। স্বীয় বহিরনুভূতিবশে কামচরিতার্থ-তায় বৃথা প্রাণধারণ।

ভঃ রঃ সিঃ—"হন্ত দেহহতকৈঃ কিমমীভিঃ পালিতৈর্বিফল-পুণ্যফলৈর্নঃ।" হায়, আমাদের পুণ্যরহিত হতদেহকে পালন করিয়া আর কি হইবে?

৪৮। নির্ম্মল কৃষ্ণপ্রেমের অনুরাগ শুক্লবস্ত্রসদৃশ, অনুরাগের অভাব কালির দাগের মত ; তাহা কিছু অনুরাগ নহে। তাহা 'অনুরাগ'-নামক শুভ্রতাভূমিকায় কালির দাগের মত স্পষ্ট।

৫২। পৌর্ণমাসী নান্দীমুখীকে বলিতেছেন,—

হে সুন্দরি, পীড়াভিঃ (যাতনাভিঃ) নবকালকূট-কটুতাগর্ব্বস্য

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫২। হে সুন্দরি, নন্দনন্দন-সম্বন্ধীয় প্রেমা যাঁহার হৃদে জাগিয়াছে, তাঁহার বক্র-মধুরভাব-বিক্রমসকল স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সেই প্রেম দুইরূপে কার্য্য করে, অর্থাৎ নূতন সর্পবিষের কটুতার গর্ব্বকে স্বজাত পীড়ার দ্বারা নির্ব্বাসিত করে অর্থাৎ যাহার পর নাই এরূপ দুঃখ উদয় করায় ; আবার, আনন্দের দ্বারা অমৃত-মাধুর্য্যের যে অহঙ্কার, তাহার সঙ্কোচনকারী পরম সুখ প্রদান করেন।

অনুভাষ্য

(নবকালকূটস্য সুতীব্রবিষস্য যঃ কটুতাগর্ব্বঃ অন্যাবজ্ঞারূপো-গ্রতাময়ভাবঃ তস্য) নির্ব্বাসনঃ (দূরীকরণশীলঃ), মুদাং নিস্যন্দেন (ক্ষরণেন) সুধামধুরিমাহঙ্কারসঙ্কোচনঃ (সুধায়া অমৃতস্য যঃ মধুরিমা মাধুর্য্যং তেন যঃ অহঙ্কারঃ গর্ব্বঃ তং সঙ্কোচয়তি খর্ব্বীকরোতি যঃ) নন্দনন্দনপরঃ (কৃষ্ণোদ্দেশকঃ) প্রেমা যস্য অন্তরে (হৃদয়ে) জাগর্ত্তি, অস্য (প্রেম্ণঃ) বক্রমধুরাঃ (কুটিল-মাধুর্য্যসমন্বিতাঃ) বিক্রান্তয়ঃ (প্রভাবাঃ) তেন (জনেন) এব স্ফুটং (স্পষ্টং) জ্ঞায়ন্তে (অনুভূয়ন্তে)।

৫৪। শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের সম্মুখে জগমোহনের শেষ প্রান্তে

পুনঃ কৃষ্ণবিরহোদ্দীপন ঃ—

তাঁহা হৈতে ঘরে আসি', মাটীর উপরে বসি',
নখে করে পৃথিবী লিখন ।
"হা-হা কাঁহা বৃন্দাবন, কাঁহা গোপেন্দ্রনন্দন,
কাঁহা সেই বংশীবদন ॥ ৫৫ ॥
কাঁহা সে ত্রিভঙ্গঠাম, কাঁহা সেই বেণুগান,
কাঁহা সেই যমুনা-পুলিন ।
কাঁহা সে রাসবিলাস, কাঁহা নৃত্যগীত-হাস,
কাঁহা প্রভু মদনমোহন ॥" ৫৬ ॥
উঠিল নানা ভাবোদ্বেগ, মনে হৈল উদ্বেগ,
ক্ষণমাত্র নারে গোঙাইতে ।
প্রবল বিরহানলে, ধৈর্য্য হৈল টলমলে,
নানা শ্লোক লাগিলা পড়িতে ॥ ৫৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে (৪১)—

অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি হরেত্বদালোকনমন্তরেণ ।
অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি ॥৫৮॥

কৃষ্ণবিরহে প্রভুর বিলাপ ঃ—

"তোমার দর্শন-বিনে, অধন্য এ রাত্রি-দিনে,
এই কাল না যায় কাটন ।
তুমি অনাথের বন্ধু, অপার করুণাসিন্ধু,
কৃপা করি' দেহ দরশন ॥" ৫৯ ॥

কৃষ্ণদর্শনার্থে পাগল ঃ—

উঠিল ভাব-চাপল, মন হইল চঞ্চল,
ভাবের গতি বুঝন না যায় ।
অদর্শনে পোড়ে মন, কেমনে পাব দরশন,
কৃষ্ণ-ঠাঞি পুছেন উপায় ॥ ৬০ ॥

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে (৩২) বিল্বমঙ্গল-বাক্য—

ত্বচ্ছৈশবং ত্রিভুবনাদ্ভুতমিত্যবেহি
মচ্চাপলঞ্চ তব বা মম বাধিগম্যম্ ।
তৎ কিং করোমি বিরলং মুরলীবিলাসি
মুগ্ধং মুখাম্বুজমুদীক্ষিতুমীক্ষণাভ্যাম্ ॥ ৬১ ॥

শ্লোকার্থ ঃ—

"তোমার মাধুরী-বল, তাতে মোর চাপল,
এই দুই, তুমি আমি জানি ।
কাঁহা করোঁ কাঁহা যাঙ, কাঁহা গেলে তোমা পাঙ,
তাহা মোরে কহ ত' আপনি ॥" ৬২ ॥

মহাভাবে মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ ঃ—

নানা-ভাবের প্রাবল্য, হৈল সন্ধি-শাবল্য,
ভাবে-ভাবে হৈল মহারণ ।
ঔৎসুক্য, চাপল্য, দৈন্য, রোষামর্ষ আদি সৈন্য,
প্রেমোন্মাদ—সবার কারণ ॥ ৬৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৮। হে হরি! হে অনাথবন্ধু! হে করুণার একমাত্র সমুদ্র! তোমার দর্শন বিনা আমার এই অধন্য দিবারাত্রিসকল আমি কিরূপে যাপন করিব?

অনুভাষ্য

'গরুড়স্তম্ভ'। তৎপশ্চাদ্ভাগে তলভূমিতে যে নিম্ন খাল ছিল, তাহা ভগবানের প্রেমাশ্রুজলে পূর্ণ হইত।

৫৮। হে অনাথবন্ধো (অনাথানাং বিরহবিধুরাণাং গোপীনাং বন্ধুর্যঃ এবম্বিধ) করুণৈকসিন্ধো (দয়ৈকসমুদ্র) [কৃষ্ণাদৃতে মাধুর্য্যপ্রেমসম্পত্ত্যভাবাৎ কোঽপন্যঃ গোপীঃ অনুকম্পয়িতুং ন সমর্থ ইতি ভাবঃ) হে হরে (গোপীজনকায়মনোবাক্যহারিন্) ত্বদালোকনং (ভবদ্দর্শনম্) অন্তরেণ (বিনা) হা হন্ত! হা হন্ত! অধন্যানি (অশুভানি) অমূনি দিনানি * কথং (কেন প্রকারেণ) [তব সেবাং বিনা] নয়ামি (অতিবাহয়ামি)।

৬১। হে মুরলীবিলাসি (গোপীচিত্তহারিবংশীবাদক,) ত্বৎ (তব) শৈশবং মৎ (মম) চাপলং চ ত্রিভুবনাদ্ভুতং (ত্রিলোকমধ্যে বিচিত্রং)—তব বা মম বা (আবয়োরেব ইত্যর্থঃ) অধিগম্যং

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬০। চাপল—চাপল্য, চপলতা।

৬১। হে বংশীবিলাসি কৃষ্ণ, তোমার শৈশব-মাধুর্য্য ত্রিভুবনের মধ্যে অদ্ভুত। আমার চাপল্য তুমিই জান ও আমিই জানি, আর কেহ জানে না। এই চক্ষু দুইটী দ্বারা বিরলে তোমার মুখাম্বুজ দর্শন করিবার জন্য এখন কি করিব?

অনুভাষ্য

(অন্যঃ কোঽপি ন জানাতি) বিরলং (দুর্ল্লভদর্শনং নির্জ্জনে বা) মুগ্ধং (গোপীমনোহরং) মুখাম্বুজং (বদনকমলং) ঈক্ষণাভ্যাং (নেত্রাভ্যাং) যথেষ্টম্ উদীক্ষিতুম্ (অবলোকয়িতুং) কিং করোমি, [তদুপায়ং কথয়]।

৬৩। সন্ধি—ভঃ রঃ সিঃ দঃ বি ৪র্থ লঃ—"সরূপয়োর্ভিন্ন-য়োর্ব্বা সন্ধিঃ স্যাদ্ভাবয়োর্যুতিঃ।" 'সরূপসন্ধি'—"সন্ধিঃ সরূপ-য়োস্তত্র ভিন্নহেতূত্থয়োর্মতঃ।" 'ভিন্নরূপ সন্ধি'—"ভিন্নয়োর্হেতু-নৈকেন ভিন্নেনাপ্যুপজাতয়োঃ।" সমানরূপ অথবা ভিন্নরূপ-ভাবদ্বয়ের যুতি বা মিলনকে 'সন্ধি' বলে। ভিন্ন ভিন্ন হেতু হইতে সমানরূপ ভাবদ্বয়ের মিলনে 'সরূপসন্ধি'। একহেতু বা ভিন্নহেতু

* *দিনান্তরাণি—"দিনস্য অহোরাত্রস্য অন্তরাণি মধ্যগতানি ক্ষণবৃন্দানি ইতি" (সারঙ্গ-রঙ্গদা)।*

মত্তগজ ভাবগণ, প্রভুর দেহ—ইক্ষুবন,
গজ-যুদ্ধে বনের দলন ।
প্রভুর হৈল দিব্যোন্মাদ, তনুমনের অবসাদ,
ভাবাবেশে করে সম্বোধন ॥ ৬৪ ॥

দয়িত কৃষ্ণের দর্শনে আকাঙ্ক্ষা ঃ—
শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে (৪০) বিল্বমঙ্গল-শ্লোক—

হে দেব, হে দয়িত, হে ভুবনৈকবন্ধো,
হে কৃষ্ণ, হে চপল, হে করুণৈকসিন্ধো ।
হে নাথ, হে রমণ, হে নয়নাভিরাম,
হা হা কদা নু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে ॥ ৬৫ ॥

প্রভুর দিব্যোন্মাদ-বর্ণন ঃ—

উন্মাদের লক্ষণ, করায় কৃষ্ণ-স্ফুরণ,
ভাবাবেশে উঠে প্রণয়-মান ।
সোল্লুণ্ঠ-বচন-রীতি, মদ, গর্ব্ব, ব্যাজ-স্তুতি,
কভু নিন্দা, কভু বা সম্মান ॥ ৬৬ ॥

পূর্ব্বোক্ত 'হে দেব' শ্লোকের ব্যাখ্যা ঃ—

"তুমি দেব—ক্রীড়ারত, ভুবনের নারী যত,
তাহে কর অভীষ্ট ক্রীড়ন ।
তুমি মোর দয়িত, তাতে বৈস মোর চিত,
মোর ভাগ্যে কৈলে আগমন ॥ ৬৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৪। দিব্যোন্মাদ—মোহনভাবে ভ্রমের ন্যায় কোন প্রেম-বৈচিত্র্য-দশার নাম 'দিব্যোন্মাদ'।

৬৫। হে দেব! হে দয়িত! হে ভুবনের একমাত্র বন্ধু! হে কৃষ্ণ! হে চপল! হে করুণাসিন্ধু! হে নাথ! হে রমণ! হে নয়নরঞ্জন! আহা! তুমি কবে আবার আমাকে দর্শন দিবে?

অনুভাষ্য

ভিন্নরূপ-ভাবদ্বয়ের মিলনকে 'ভিন্নরূপ সন্ধি' বলে। এককারণ বা ভিন্নকারণ-জনিত ভাবদ্বয়ের সন্ধি ; হর্ষ ও শঙ্কা—উভয়ের সন্ধি, হর্ষ ও বিষাদের সন্ধি।

শাবল্য—ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৪র্থ লঃ—"শবলত্বং তু ভাবানাং সংমর্দ্দঃ স্যাৎ পরস্পরম্।" ভাবসকলের পরস্পর সম্মর্দ্দের নাম 'শাবল্য'। গর্ব্ব, বিষাদ, দৈন্য, মতি, স্মৃতি, শঙ্কা, অমর্ষ, ত্রাস, নির্ব্বেদ, ধৈর্য্য ও ঔৎসুক্য প্রভৃতি ভাবগণের সম্মর্দ্দ হইলে 'শাবল্য' হয়।

ঔৎসুক্য,—ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৪র্থ লঃ—"কালাক্ষমত্বমৌৎসুক্যমিষ্টেক্ষাপ্তি-স্পৃহাদিভিঃ। মুখশোষ-ত্বরা-চিন্তা-নিশ্বাস-স্থিরতাদিকৃৎ।।" অভীষ্টবস্তু-দর্শনেচ্ছা ও অভীষ্টপ্রাপ্তি-বাসনাজন্য কালবিলম্ব-সহনের অক্ষমতাকে 'ঔৎসুক্য' বলে। ঔৎসুক্যে মুখশোষ, ব্যস্ততা, চিন্তা, দীর্ঘনিশ্বাস ও স্থৈর্য্য লক্ষিত হয়।

চাপল,—ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৪র্থ লঃ—"রাগদ্বেষাদিভিশ্চিত্তলাঘবং চাপলং ভবেৎ। তত্রাবিচারপারুষ্যস্বচ্ছন্দাচরণাদয়ঃ।।" আসক্তি ও বিরক্তিদ্বারা চিত্তের লঘুতাকে 'চাপল' বলে। ইহাতে অবিচার, কর্কশবাক্য ও স্বচ্ছন্দ আচরণাদি হয়।

রোষ—ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৪র্থ লঃ—"অপরাধ-দুরুক্ত্যাদিজাতং চণ্ডত্বমুগ্রতা। বধবন্ধশিরঃকম্পভর্ৎসনাতাড়নাদিকৃৎ।।" অপরাধ ও দূষণীয় বাক্যজনিত ক্রোধকে 'উগ্রতা' বা 'রোষ' কহে। ইহাতে বধ, বন্ধ, শিরঃকম্প, ভর্ৎসন ও তাড়নাদি হয়।

অমর্ষ—ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৪র্থ লঃ—"অধিক্ষেপাপমানাদেঃ স্যাদমর্ষোঽসহিষ্ণুতা।। তত্র স্বেদঃ শিরঃকম্পো বিবর্ণত্বং বিচিন্তনম্। উপায়ান্বেষণাক্রোশ-বৈমুখ্যোত্তাড়নাদয়ঃ।। অধিক্ষেপ বা তিরস্কার এবং অপমানাদির জন্য অসহিষ্ণুতাকে 'অমর্ষ' বলে। ইহাতে ঘর্ম্ম, শিরঃকম্প, বিবর্ণতা, চিন্তা, উপায়ান্বেষণ, আক্রোশ, বিমুখতা ও তাড়নাদি হয়।

৬৫। হে দেব, হে দয়িত (প্রিয়), হে ভুবনৈকবন্ধো (ব্রজ-ভূম্যেকপালক), হে চপল (স্বেচ্ছারাম), হে করুণৈকসিন্ধো, হে রমণ (গোপীজনরমণ), হে নয়নাভিরাম (নয়নানন্দ), হে কৃষ্ণ (গোপবধ্বাকর্ষক), হা হা মে (মম) দৃশোঃ (নয়নয়োঃ) পদং (গোচরং) কদা (কস্মিন্‌কালে) নু (কিং) ভবিতাসি?

৬৬। উন্মাদ—ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৪র্থ লঃ—"উন্মাদো হৃদ্ভ্রমঃ প্রৌঢ়ানন্দাপদ্বিরহাদিজঃ। অত্রাট্টহাসো নটনং সঙ্গীতং ব্যর্থচেষ্টিতম্।। প্রলাপ-ধাবনক্রোশ-বিপরীত-ক্রিয়াদয়ঃ।।" অত্যন্ত আনন্দ, আপদ এবং বিরহাদি হইতে উদ্ভূত হৃদ্ভ্রমকে 'উন্মাদ' বলে। উন্মাদে অট্টহাস, নটন, সঙ্গীত, ব্যর্থচেষ্টা, প্রলাপ, ধাবন, চিৎকার ও বিরুদ্ধ অনুষ্ঠান হয়।

প্রণয়—ভঃ রঃ সিঃ পঃ বিঃ ৩য় লঃ—"প্রাপ্তায়াং সম্ভ্রমাদীনাং যোগ্যতায়ামপি স্ফুটম্। তদ্‌গন্ধেনাপ্যসংস্পৃষ্টা রতিঃ প্রণয় উচ্যতে।।" সম্ভ্রমাদির স্পষ্টরূপে প্রাপ্তি-যোগ্যতা থাকিলেও যথায় সম্ভ্রমগন্ধ স্পর্শ করে না, তাদৃশী রতি 'প্রণয়' বলিয়া কথিত হয়।

মান—উজ্জ্বলনীলমণৌ—"স্নেহস্তূৎকৃষ্টতা-ব্যাপ্ত্যা মাধুর্য্যং মানয়ন্নবম্। যো ধারয়ত্যদাক্ষিণ্যং স মান ইতি কীর্ত্ত্যতে।।" যে চিত্তদ্রব উৎকর্ষপ্রাপ্তিদ্বারা নব নব মাধুর্য্য অনুভব করায় এবং নিজের ভাব-গোপনের জন্য বাহিরে কৌটিল্য-ধারণ করে, তাহাই 'মান'।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৬। সোল্লুণ্ঠ—স্তুতিবাক্যে নিন্দা।

ভুবনের নারীগণ, সবা' কর আকর্ষণ,
তাঁহা কর সব সমাধান ।
তুমি কৃষ্ণ—চিত্তহর, ঐছে কোন্ পামর,
তোমারে বা কেবা করে মান ॥ ৬৮ ॥
তোমার চপল মতি, একত্র না হয় স্থিতি,
তা'তে তোমার নাহি কিছু দোষ ।
তুমি ত' করুণাসিন্ধু, আমার পরাণ বন্ধু,
তোমায় নাহি মোর কভু রোষ ॥ ৬৯ ॥

কৃষ্ণের প্রতি ক্ষমা বা প্রসন্নভাব ঃ—

তুমি নাথ—ব্রজপ্রাণ, ব্রজের কর পরিত্রাণ,
বহু কার্য্যে নাহি অবকাশ ।
তুমি আমার রমণ, সুখ দিতে আগমন,
এ তোমার বৈদগ্ধ্য-বিলাস ॥ ৭০ ॥
মোর বাক্য নিন্দা মানি', কৃষ্ণ ছাড়ি' গেলা জানি,
শুন, মোর এ স্তুতি-বচন ।
নয়নের অভিরাম, তুমি মোর ধন-প্রাণ,
হাহা পুনঃ দেহ দরশন ॥" ৭১ ॥

প্রভুর মহাভাব-লক্ষণ ঃ—

স্তম্ভ, কম্প, প্রস্বেদ, বৈবর্ণ্য, অশ্রু, স্বরভেদ,
দেহ হৈল পুলকে ব্যাপিত ।
হাসে, কান্দে, নাচে, গায়, উঠি' ইতি-উতি ধায়,
ক্ষণে ভূমে পড়িয়া মূর্চ্ছিত ॥ ৭২ ॥

প্রভুর কৃষ্ণদর্শন-ভ্রম ঃ—

মূর্চ্ছায় হৈল সাক্ষাৎকার, উঠি' করে হুহুঙ্কার,
কহে—এই আইলা মহাশয় ।
কৃষ্ণের মাধুরী-গুণে, নানা ভ্রম হয় মনে,
শ্লোক পড়ি' করয়ে নিশ্চয় ॥ ৭৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে (৬৮) বিল্বমঙ্গল-বাক্য—

মারঃ স্বয়ং নু মধুরদ্যুতিমণ্ডলং নু
মাধুর্য্যমেব নু মনো নয়নামৃতং নু ।

অনুভাষ্য

৭০। বৈদগ্ধ্য—পটুতা, পাণ্ডিত্য, রসিকতা, চতুরতা, শোভা বা ভঙ্গী।

৭২। স্তম্ভ—অষ্টসাত্ত্বিক বিকারের অন্যতম ; ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৩য় লঃ—"চিত্তং সত্ত্বীভবৎ প্রাণে ন্যস্যত্যাত্মানমুদ্ভটম্। প্রাণস্তু বিক্রিয়াং গচ্ছন্ দেহং বিক্ষোভয়ত্যলম্। তদা স্তম্ভাদয়ো ভাবা ভক্তদেহে ভবন্ত্যমী।। স্তম্ভং ভূমিস্থিতঃ প্রাণস্তনোতি। স্তম্ভো হর্ষভয়াশ্চর্য্যবিষাদামর্ষসম্ভবঃ। তত্র বাগাদি-রাহিত্যং নৈশ্চল্যং শূন্যতাদয়ঃ।।" চিত্ত সাত্ত্বিক ভাব লাভ করিলে চঞ্চল মনকে প্রাণে বিন্যাস করে, প্রাণ বিকারবিশিষ্ট হইয়া দেহকে ক্ষুব্ধ করে। তৎকালে ভজনশীলের দেহে এই স্তম্ভাদিভাব প্রকাশ পায়। প্রাণ পঞ্চভূতের ভূমিস্থিত হইলে 'স্তম্ভ' হয়। হর্ষ, ভয়, বিস্ময়, বিষাদ ও ক্রোধ হইতে স্তম্ভ জাত হয়। স্তম্ভ হইলে বাক্-পাণি-পাদাদির চেষ্টারাহিত্য, নিশ্চলতা এবং শূন্যতা প্রভৃতি হয়। স্তম্ভ—মনের অবস্থাবিশেষ। বাক্যাদিরাহিত্য দেহজ বিকার বাহিরে ও অন্তরে ব্যাপিয়া অবস্থিত। পূর্ব্বে সূক্ষ্মাবস্থ, পরে স্থূলাবস্থ। বাক্যাদি-হীনতা—কর্ম্মেন্দ্রিয়ের, ও শূন্যতা—জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্রিয়ারাহিত্য-জ্ঞাপক।

কম্প—(ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৩য় লঃ) "বিত্রাসামর্ষহর্ষাদ্যৈ-র্বেপথুর্গাত্রলৌল্যকৃৎ।" বিশেষ ভয়, ক্রোধ ও হর্ষাদি-দ্বারা যাহাতে গাত্রের চাঞ্চল্য হয়, তাহার নাম 'বেপথু' বা 'কম্প'।

স্বেদ—(ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৩য় লঃ) "স্বেদো হর্ষভয়-ক্রোধাদিজঃ ক্লেদকরস্তনোঃ" অর্থাৎ হর্ষ, ভয় ও ক্রোধাদিজনিত যাহা দেহের ক্লেদ জন্মায়, তাহাকে 'স্বেদ' বলে।

বৈবর্ণ্য—(ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৩য় লঃ) "বিষাদরোষভীত্যা-দের্বৈবর্ণ্যং বর্ণবিক্রিয়া। ভাবজ্ঞৈরত্র মালিন্যকার্শ্যাদ্যাঃ পরি-কীর্ত্তিতাঃ।।" অর্থাৎ বিষাদ, ক্রোধ ও ভয় প্রভৃতি হইতে দেহের বর্ণবিকারকে 'বৈবর্ণ্য' বলে। বৈবর্ণ্য হইলে মলিনতা ও কৃশতা প্রভৃতি বলা হয়।

অশ্রু—(ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৩য় লঃ) "হর্ষরোষবিষাদাদ্যৈ-রশ্রু নেত্রে জলোদ্গমঃ। হর্ষজেঽশ্রুণি শীতত্বমৌষ্ণ্যং রোষাদি-সম্ভবে। সর্ব্বত্র নয়নক্ষোভ-রাগসংমার্জ্জনাদয়ঃ।।" অর্থাৎ হর্ষ, ক্রোধ ও বিষাদাদিদ্বারা বিনা-প্রযত্নে চক্ষুতে যে জলোদ্গম হয়, তাহার নাম 'অশ্রু'। হর্ষজনিত অশ্রুতে শীতলতা এবং ক্রোধাদিজনিত অশ্রুতে উষ্ণতা লক্ষিত হইলেও সকল অশ্রুতেই চক্ষুর চঞ্চলতা, রক্তবর্ণ ও মার্জ্জনাদি দেখা যায়।

গদ্গদ—(ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৩য় লঃ) "বিষাদবিস্ময়ামর্ষ-হর্ষভীত্যাদিসম্ভবম্। বৈস্বর্য্যং স্বরভেদঃ স্যাদেষ গদ্গদিকাদি-কৃৎ।।" বিষাদ, আশ্চর্য্য, ক্রোধ, আনন্দ ও ভয়াদি হইতে 'বৈস্বর্য্য' বা 'স্বরভেদ' হয়, এই স্বরভেদই গদ্গদবাক্য করায়।

পুলক—(ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৩য় লঃ) "রোমাঞ্চোঽয়ং কিলাশ্চর্য্যহর্ষোৎসাহভয়াদিজঃ। রোম্নামভ্যুদ্গমস্তত্র গাত্রসংস্পর্শ-নাদয়ঃ।।" অর্থাৎ বিস্ময়, হর্ষ, উৎসাহ ও ভয়াদিজনিত লোমসকলের পুলক বা রোমাঞ্চ হয়, তাহাতে গাত্রস্পর্শাদি হইয়া থাকে।

বেণীমৃজো নু মম জীবিতবল্লভো নু
কৃষ্ণোঽয়মভ্যুদয়তে মম লোচনায় ॥ ৭৪ ॥

শ্লোকার্থ ঃ—

"কিবা এই সাক্ষাৎ কাম, দ্যুতিবিম্ব মূর্ত্তিমান্,
কি মাধুর্য্য স্বয়ং মূর্ত্তিমন্ত ।
কিবা মনো-নেত্রোৎসব, কিবা প্রাণবল্লভ,
সত্য কৃষ্ণ আইলা নেত্রানন্দ ॥" ৭৫ ॥

ভাববশ প্রভু ঃ—

গুরু—নানা ভাবগণ, শিষ্য—প্রভুর তনু-মন,
নানা রীতে সতত নাচায় ।
নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, চাপল্য, হর্ষ, ধৈর্য্য, মন্যু,
এই নৃত্যে প্রভুর কাল যায় ॥ ৭৬ ॥

স্বরূপ-রামানন্দ-সঙ্গে প্রভুর দৈনন্দিন কার্য্যাবলী ঃ—

চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক-গীতি,
কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ ।
স্বরূপ-রামানন্দ-সনে, মহাপ্রভু রাত্রি-দিনে,
গায়, শুনে—পরম আনন্দ ॥ ৭৭ ॥

প্রভুর বিভিন্নরসাশ্রিত ভক্তগণ ঃ—

পুরীর বাৎসল্য মুখ্য, রামানন্দের শুদ্ধসখ্য,
গোবিন্দাদ্যের শুদ্ধদাস্যরস ।
গদাধর, জগদানন্দ, স্বরূপের মুখ্য রসানন্দ,
এই চারি ভাবে প্রভু বশ ॥ ৭৮ ॥

প্রভুর পক্ষে মধুররসে মহাভাব আশ্চর্য্যজনক নহে ঃ—

লীলাশুক-মর্ত্ত্যজন, তাঁর হয় ভাবোদ্গম,
ঈশ্বরে সে—কি ইহা বিস্ময় ।
তাতে মুখ্য-রসাশ্রয়, হইয়াছে মহাশয়,
তাতে হয় সর্ব্বভাবোদয় ॥ ৭৯ ॥

আশ্রয়ের প্রণয়ভাবময় বিষয়বিগ্রহ গৌরসুন্দর ঃ—

পূর্ব্বে ব্রজবিলাসে, যেই তিন অভিলাষে,
সেই যত্নে আস্বাদন নহিল ।
শ্রীরাধার ভাবসার, আপনে করি' অঙ্গীকার,
সেই তিনবস্তু আস্বাদিল ॥ ৮০ ॥

মহাবদান্য প্রভুর সেই আশ্রয়ের সেবা-ভাব-বিতরণ ঃ—

আপনে করি' আস্বাদনে, শিখাইল ভক্তগণে,
প্রেমচিন্তামণির প্রভু ধনী ।
নাহি জানে স্থানাস্থান, যারে তারে কৈল দান,
মহাপ্রভু—দাতা-শিরোমণি ॥ ৮১ ॥

পরম দয়াল অবতার ঃ—

এই গুপ্ত ভাব-সিন্ধু, ব্রহ্মা না পায় এক বিন্দু,
হেন ধন বিলাইল সংসারে ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৪। হে সখি, সাক্ষাৎ-কন্দর্পস্বরূপ, দ্যুতিকদম্বমাধুর্য্যস্বরূপ, মূর্ত্তিমান্ মাধুর্য্য-স্বরূপ, মনোনয়নের অমৃতস্বরূপ, গোপীজনের (বেণী-উন্মোচনকারী) আনন্দপ্রদস্বরূপ, আমার প্রাণবল্লভস্বরূপ, সাক্ষাৎ নন্দনন্দন ইনিই যে আমার দর্শনপথে অভ্যুদিত হইলেন।

অনুভাষ্য

৭৪। মারঃ (কন্দর্পঃ) নু (কিং) স্বয়ং নু (বিতর্কে) মধুর-দ্যুতিমণ্ডলং (হৃৎস্পর্শি সুন্দরস্নিগ্ধজ্যোতির্ব্বিম্বং) নু (কিং ন) তৎ মাধুর্য্যম্ এব নু (কিং), মনোনয়নামৃতং (হৃদয়নেত্রসুধা-স্বরূপঃ) নু (কিং), বেণীমৃজঃ (বেণ্যুন্মোচনকারী) নু (কিং) অয়ং জীবিতবল্লভঃ (কৃষ্ণঃ) মম লোচনায় (লোচনসুখদাতুং) অভ্যু-দয়তে (মৎসন্নিধৌ প্রকটয়তি)।

৭৬। গুরু শিষ্যগণকে যেরূপ শাসন করিয়া কলা-শিক্ষা দেন, তদ্রূপ্ মহাপ্রভুর হৃদয়ের ভাবসমূহ গুরুস্থানীয় হইয়া প্রভুর শ্রীঅঙ্গ ও মনোরূপ শিষ্যদ্বয়কে নানাপ্রকার রীতিতে নৃত্য করান।

৭৭। রায়ের নাটক—'জগন্নাথবল্লভ' নাটক। গীতি—চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রামানন্দ রায়, বিল্বমঙ্গল ও জয়দেব—ইঁহাদের রচিত গ্রন্থের পদ্যগুলির গান।

৭৮। শ্রীপরমানন্দ পুরীর (ব্রজের উদ্ধব) বাৎসল্য-রসপ্রধান ভাব, রামানন্দের (অর্জ্জুন বা বিশাখা)—শুদ্ধ-সখ্যভাব, গোবিন্দাদির সেবাপর শুদ্ধদাস্য এবং অন্তরঙ্গ-ভক্ত গদাধর, জগদানন্দ ও দামোদর-স্বরূপের মুখ্য মধুররস,—এই চারিভাবে প্রভু তাঁহাদিগের নিকট ভজন-সঙ্গসুখ-সেবা গ্রহণ করিয়া বাধ্য ছিলেন।

৭৯। লীলাশুক—নামান্তর,—'লীলাসুখ', 'চিৎসুখাচার্য্য' ও 'বিল্বমঙ্গল'—বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ভুক্ত ত্রিদণ্ডিস্বামী। আদি ১ম পঃ ৫৭ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

৮০। আদি চতুর্থ অধ্যায় ২৩০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৮। পুরীর—শ্রীপরমানন্দপুরীর। মুখ্যরস—মধুর রস।

৭৯। লীলাশুক—শ্রীবিল্বমঙ্গল গোস্বামী। ইনি শিহ্লণমিশ্র নামক দাক্ষিণাত্য-ব্রাহ্মণ। গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম-শাস্ত্রানুসারে জীবন-যাপন করিতে করিতে চিন্তামণি-বেশ্যার উপদেশক্রমে বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক 'শান্তিশতক' রচনা করেন। পরে কৃষ্ণ-বৈষ্ণব-কৃপায় ভক্তিলাভ করত 'বিল্বমঙ্গল গোস্বামী' নাম প্রাপ্ত হইয়া 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার প্রেমোন্মত্ত ভাব দেখিয়া লোকে তাঁহাকে 'লীলাশুক' বলিতেন।

৮১। প্রভু চৈতন্যদেবের প্রেম-চিন্তামণিই ধন, সেই ধনে

ঐছে দয়ালু অবতার, ঐছে দাতা নাহি আর,
গুণ কেহ নারে বর্ণিবারে ॥ ৮২ ॥

চৈতন্যানুগত্য বিনা কৃষ্ণসেবা অলভ্য ঃ—

কহিবার কথা নয়, কহিলে কেহ না বুঝয়,
ঐছে চিত্র চৈতন্যের রঙ্গ ।
সেই সে বুঝিতে পারে, চৈতন্যের কৃপা যাঁরে,
হয় তাঁর দাসানুদাস-সঙ্গ ॥ ৮৩ ॥

দামোদরস্বরূপ ও রঘুনাথ হইতে ভক্তগণের প্রভুর ভাব-শ্রবণ ঃ—

চৈতন্যলীলা-রত্ন-সার, স্বরূপের ভাণ্ডার,
তেঁহো থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে ।
তাঁহা কিছু যে শুনিলুঁ, তাঁহা ইঁহা বিস্তারিলুঁ,
ভক্তগণে দিলুঁ এই ভেটে ॥ ৮৪ ॥

গ্রন্থকারের নিরপেক্ষতা ঃ—

যদি কেহ হেন কয়, গ্রন্থ কৈল শ্লোকময়,
ইতর-জনে নারিবে বুঝিতে ।
প্রভুর যেই আচরণ, সেই করি বর্ণন,
সর্ব্ব-চিত্ত নারি আরাধিতে ॥ ৮৫ ॥
নাহি কাঁহা সবিরোধ, নাহি কাঁহা অনুরোধ,
সহজ বস্তু করি বিবরণ ।
যদি হয় রাগোদ্দেশ, তাঁহা হয়ে আবেশ,
সহজ বস্তু না যায় লিখন ॥ ৮৬ ॥

শ্রদ্ধার সহিত চৈতন্যলীলা-শ্রবণ-ফলে কৃষ্ণপ্রীতির উদয় ঃ—

যেবা নাহি জানে কেহ, শুনিতে শুনিতে সেহ,
কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত ।
কৃষ্ণে উপজিবে প্রীতি, জানিবে রসের রীতি,
শুনিলেই বড় হয় হিত ॥ ৮৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

তিনি ধনী। প্রাকৃত-চিন্তামণির কার্য্যের ন্যায় প্রেমচিন্তামণি বহু বহু প্রেম-চিন্তামণি উৎপাদন করিয়াও প্রভুর ভাণ্ডারে তাহা পূর্ণরূপে বিরাজমান। আবার ভক্তগণ প্রভুদত্ত প্রেম-চিন্তামণি হইতে অনন্ত-কোটি চিন্তামণি সর্ব্বজগতে বিস্তার করিয়াছেন।

৮৩। এই রাধানুগত ভাবতত্ত্বে সাধারণের অধিকার নাই। অযোগ্যপাত্রে কহিলে তাহা 'সহজিয়া', 'বাউল' প্রভৃতির বিকৃত ভাবের ন্যায় রূপান্তর লাভ করে। পণ্ডিতাভিমানীও এই রসতত্ত্বে প্রবেশ করিবার যোগ্য নহেন।

৮৪। স্বরূপ গোস্বামী মহাপ্রভুর শেষলীলা কড়চাসূত্র করিয়া শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীর কণ্ঠে রাখিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাঁহাকে কণ্ঠস্থ করাইয়া কবিরাজ গোস্বামীর দ্বারা জগতে প্রচার করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীস্বরূপকৃত কড়চা পৃথক্ পুস্তকাকারে লিখিত হয় নাই। এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতই স্বরূপের কড়চার নিষ্কর্ষ।

অনুভাষ্য

৮৪। ভেটে—উপহার।

৮৫। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের আচরণ যথাযথ বর্ণন করিতে গিয়া আমি যাবতীয় মতবাদিগণের প্রশংসনীয় হইতে ইচ্ছা করি না। তাঁহারা আমাকে গর্হণ করিবেন ভাবিয়া এস্থলে প্রভুর চরিত্রের প্রকৃত কথা না লিখিয়া বর্জ্জন, বর্দ্ধন, আবরণ বা শোধন করি নাই। এই গ্রন্থের মধ্যে সংস্কৃত শ্লোক সংযুক্ত করায় অনেকে তর্ক করিতে পারেন যে, সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ জন শ্লোকের প্রকৃত ভাবার্থ বুঝিতে পারিবেন না।

৮৬। এই গ্রন্থে কোন বস্তুকে অপেক্ষা করিয়া আমি কাহারও সহিত বিরোধ বা কাহারও অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া কিছু লিখি নাই ; কেবলমাত্র সহজ-বস্তুর বিবরণ লিখিয়াছি। যদি কেহ রাগের উদ্দেশ লাভ করেন, তাহা হইলে তদাবিষ্ট হইলে এইসকল লিখিত বর্ণন সহজেই উপলব্ধি করিবেন। সহজ বস্তু রাগানুগ-জনের অনুভবনীয়। লিখিতে গেলে তাদৃশ লেখনী রাগাবিষ্ট জনের হৃদয়েই স্ফূর্ত্তিলাভ করিবে ; রাগহীনজন তাহাতে তাদৃশ প্রবেশ করিতে পারিবেন না। অনুভবনীয় সহজ বস্তুকে জানাইবার জন্য এখানে উহা লিখিয়া ফল নাই। পাঠান্তরে—'যদি হয় রাগ-দ্বেষ', তাহা হইলে এরূপ অর্থ হয়—'যদি কৃষ্ণসেবা-পরিত্যক্ত হইয়া কৃষ্ণেতর বস্তুতে অনুরাগ অর্থাৎ অভিনিবেশ এবং দ্বেষ বা বিরাগ আসিয়া কাহাকেও আবিষ্ট করায়, তাহা হইলে তৎকর্ত্তৃক শুদ্ধাত্মার সহজাত অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রেমার বিষয় কিছুতেই বর্ণিত হইতে পারে না।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৬। আমার এই গ্রন্থে কোন স্থলে সবিরোধ সিদ্ধান্ত নাই, অথবা অন্য কোন ব্যক্তির মতের অনুরোধ নাই। আমি সহজতত্ত্ব বিচার করিয়া লিখিয়াছি। জীবের পক্ষে রাগতত্ত্বই সহজ, বিচার-তত্ত্ব সহজ নয়। রাগতত্ত্বে যাহা উদিত হয়, তাহাই শ্রীমহাপ্রভুর প্রদর্শিত ভজনতত্ত্ব। যদি অন্যমতে বা অন্যপ্রকার তর্কসিদ্ধান্তে রাগোদ্দেশ হয়, তাহাতে আবিষ্ট হইয়া নিরপেক্ষতা দূর হয় ; সুতরাং জীবের স্বতঃসিদ্ধ সহজত্ব লিখিত হইতে পারে না।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে মধ্যলীলা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ভাগবতের সহিত উপমা ঃ—

ভাগবত—শ্লোকময়, টীকা তার সংস্কৃত হয়,
তবু কৈছে বুঝে ত্রিভুবন।
ইঁহা শ্লোক দুই চারি, তার ব্যাখ্যা-ভাষা করি,
কেনে না বুঝিবে সর্ব্বজন ॥ ৮৮ ॥

প্রভুর শেষলীলা-বর্ণনে বাঞ্ছা ঃ—

শেষ-লীলার সূত্রগণ, কৈলুঁ কিছু বিবরণ,
ইঁহা বিস্তারিতে চিত্ত হয়।
থাকে যদি আয়ু-শেষ, বিস্তারিব লীলা-শেষ,
যদি মহাপ্রভুর কৃপা হয় ॥ ৮৯ ॥

গ্রন্থকারের স্বীয় অযোগ্যতা ও দৈন্য জ্ঞাপন ঃ—

আমি বৃদ্ধ জরাতুর, লিখিতে কাঁপয়ে কর,
মনে কিছু স্মরণ না হয়।
না দেখিয়ে নয়নে, না শুনিয়ে শ্রবণে,
তবু লিখি—এ বড় বিস্ময় ॥ ৯০ ॥

প্রভুর দিব্যোন্মাদাত্মক অন্ত্যলীলাই গৌরভক্তের
নিত্যালোচ্য ঃ—

এই অন্ত্যলীলা-সার, সূত্রমধ্যে বিস্তার,
করি' কিছু করিলুঁ বর্ণন।
ইহা-মধ্যে মরি যবে, বর্ণিতে না পারি তবে,
এই লীলা ভক্তগণ-ধন ॥ ৯১ ॥

এক্ষণে সংক্ষেপে, পরে বিস্তারের বাঞ্ছা ঃ—

সংক্ষেপে এই সূত্র কৈল, যেই ইঁহা না লিখিল,
আগে তাহা করিব বিচার।
যদি তত দিন জিয়ে, মহাপ্রভুর কৃপা হয়ে,
ইচ্ছা ভরি' করিব বিস্তার ॥ ৯২ ॥

ভক্তবন্দনা ও শ্রৌতপন্থায় অবস্থান ঃ—

ছোট বড় ভক্তগণ, বন্দোঁ সবার-চরণ,
সবে মোরে করহ সন্তোষ।
স্বরূপ গোসাঞির মত, রূপ-রঘুনাথ জানে যত,
তাই লিখি, নাহি মোর দোষ ॥ ৯৩ ॥

পঞ্চতত্ত্বের, গুরুবর্গের এবং হরিদাস-পণ্ডিতের বন্দনা ঃ—

শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ,
শিরে ধরি সবার চরণ।
স্বরূপ, রূপ, সনাতন, রঘুনাথের শ্রীচরণ,
ধূলি করোঁ মস্তকে ভূষণ ॥ ৯৪ ॥
পাঞা যাঁর আজ্ঞাধন, ব্রজের বৈষ্ণবগণ,
বন্দোঁ তাঁর মুখ্য হরিদাস।
চৈতন্যবিলাস-সিন্ধু- কল্লোলের এক বিন্দু,
তার কণা কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৯৫ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে অন্ত্যলীলা সূত্রকথনে প্রেমোন্মাদ-প্রলাপবর্ণনং নাম দ্বিতীয়-পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

৮৮। ৮৫ সংখ্যায় লিখিত বাদিগণের বাদ-সম্বন্ধে বলিতে পারি যে, শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ—সংস্কৃত-শ্লোকময় ; তাহার ব্যাখ্যা-সকল সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। তাহা যখন ত্রিভুবনের লোক বুঝিয়া কৃষ্ণভক্তিলাভ করে, তখন এই চৈতন্যচরিতামৃতে দুই চারিটী সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধার করিয়া তাহার বাঙ্গালা কবিতায় ব্যাখ্যা করিয়া দিলে সকল গৌরভক্তই উহা বুঝিতে পারিবেন না কেন?

৯৩। 'ভজনবিজ্ঞ', 'ভজনশীল' ও 'কৃষ্ণনামে দীক্ষিত কৃষ্ণ-নামকারী',—এই ত্রিবিধ ছোট-বড় ভক্ত, সকলেই আমাকে কৃপা করুন। তর্কনিষ্ঠ কনিষ্ঠ ভক্ত আপনাকে সিদ্ধান্তহীন অথচ রসিক-ভক্ত মনে করিয়া আমার পক্ষে লীলার সহিত সিদ্ধান্তসমূহ লেখাকে পাণ্ডিত্য, ভক্তিহীনতা ও কুতর্ক-নিষ্ঠার ফল মনে করিয়া দোষী স্থির করিয়া পাছে কৃপা না করেন, এই আশঙ্কায় বিনীত-ভাবে নিবেদন করিতেছি যে, আমার নিজের কোন স্বতন্ত্রতা নাই, আমি যাঁহাদের পাদপদ্মে বিক্রীত, সেই শ্রীরূপ-রঘুনাথ-শ্রীদামোদরস্বরূপের নিকট হইতে শ্রীগৌরলীলা-তত্ত্ব যাহা জানিয়াছি, তাহাই আমি লিখিলাম।

৯৫। আদি ৮ম পঃ ৪৯-৬০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

ইতি অনুভাষ্যে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।